بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১০ নভেম্বর ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে সাক্ষাতের সম্মান লাভ করলো মজলিস আনসারুল্লাহ্ কানাডা

বিস্তৃত পরিসরে প্রশাসনিক ও ধর্মীয় বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করলেন হুযূর আকদাস

৬ নভেম্বর ২০২১, মজলিস আনসারুল্লাহ্ (চল্লিশোর্ধ্ব আহমদী পুরুষদের অঙ্গ-সংগঠন) ক্যানাডার ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা (কার্যনির্বাহী পরিষদ)-এর সাথে এক ভার্চুয়াল অনলাইন সভায় মিলিত হন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে এমটিএ স্টুডিও থেকে সভায় সভাপতিত্ব করেন, আর আমেলার (কার্যনির্বাহী পরিষদের) সদস্যগণ টরোন্টোর পীস ভিলেজে অবস্থিত আইওয়ানে তাহের হল থেকে যোগদান করেন।

সভায় হুযূর আকদাস উপস্থিত সকলের সঙ্গেই কথা বলেন এবং আনসারুল্লাহ্ আমেলার সদস্যগণের ওপর অর্পিত বিভিন্ন দায়িত্বের বিষয়ে আলোচনা করেন এবং তাদের নিজ নিজ বিভাগীয় কর্মকাণ্ডের উন্নতির বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

আমেলার সদস্যদের এই বিষয়টি হুযূর আকদাস গুরুত্বসহকারে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, তাদেরকে দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে নেতৃত্ব দিতে হবে এবং সংগঠনের কর্মসূচিগুলোতে অন্যদের অংশগ্রহণ প্রত্যাশা করার পূর্বে তাদের নিজেদেরকে এতে অংশ নিতে হবে। হুযূর আকদাস বলেন যে, যদি সকল পর্যায়ের আমেলার সদস্যগণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন, তাহলেই অংশগ্রহণের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং এর ফলস্বরূপ অন্যান্যরাও পূর্বের চেয়ে সক্রিয় হয়ে উঠবেন।

সকল পর্যায়ে আমেলার সদস্যদের পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ে নিয়মিত হওয়ার গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“[নামায আদায়ে দুর্বলতা থাকলে] আমেলার কাজে কোন বরকত হবে না। দোয়া ছাড়া, কোন কাজে কোন বরকত হতে পারে না। যদি আমেলার সদস্যগণ ভেবে থাকেন যে, তাদের বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান বা কঠোর পরিশ্রম দ্বারা বরকত সৃষ্টি হবে, তাহলে সেটি কখনো হবে না, যদি না এবং যতক্ষণ না এর সাথে দোয়া যুক্ত হয়।”

আহমদীয়া মুসলিম জামা’তে নতুন যোগদানকারীদের নৈতিক প্রশিক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত কায়েদ তরবিয়ত নও মুবাঈন এর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে, হুযূর আকদাস বলেন যে, যারা বয়আতের পূর্বে মুসলমান ছিলেন না, তাদেরকে আরবি পড়া শেখাতে হবে এবং পবিত্র কুরআনের প্রথম সূরা আল ফাতিহা এর অনুবাদ শেখাতে হবে, আর এর সাথে তাদেরকে নামায পড়া শেখাতে হবে।

প্রচার কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত কায়েদ তবলীগের সাথে কথা বলতে গিয়ে, হুযূর আকদাস বলেন যে, তাদের লক্ষ্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়া উচিত এবং কেবল তখনই তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা কঠোর পরিশ্রম করবেন।

সভার শেষ অংশে, অংশগ্রহণকারীদের একজন হুযূর আকদাসের কাছে তাদের বিষয়ে দিকনির্দেশনা চান যারা প্রত্যাশা করেন যে, মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র সদস্যদের জন্য খেলাধুলার কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

হুযূর আকদাস বলেন যে, তাদের মতামত অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত, আর এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত যেন আনসারুল্লাহ্ সদস্যগণ নিজেদেরকে ব্যায়াম এবং খেলাধুলার জন্য বেশি বয়সী বলে বিবেচনা না করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“একেবারে এই কারণেই মজলিস আনসারুল্লাহ-তে সাম্প্রতিক যোগদানকারী সদস্যদের জন্য ‘সফে দওম’ বিভাগটি সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদেরকে সংঘটিত করে, তাদের নিয়ে খেলাধুলা, ফুটবল বা অন্য খেলার দল প্রতিষ্ঠা করা উচিত। খেলাধুলা করার জন্য তাদেরকে আপনাদের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা উচিত। এটি আপনাদের দায়িত্ব যেন খেলাধুলার আয়োজন করেন, নতুবা আপনাদের সদস্যগণ অলস হয়ে পড়তে পারেন। ... আনসার সদস্যগণ অনেক সময় মনে করেন যে, ৪০ বছর বয়সে উপনীত হওয়ার পরে তারা বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। অথচ, সফে দওম বিভাগটি এজন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল যেন এ উপলব্ধি জাগ্রত হয় যে, (৪০ বছর বয়সে) আপনারা বৃদ্ধ হয়ে যান নি। আপনাদের সক্রিয় থাকতে হবে। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়াতে থাকাকালীন আপনারা যে সমস্ত শরীরচর্চামূলক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতেন, তার মধ্যে যথোপযুক্ত বেছে নিয়ে তা চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে তা করতে পারেন।”